NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

SSC 4rth Chapter

কৃষিজ উৎপাদন

- দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাষকৃত ও উৎপাদিত ফসল- ধান।
- বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য- ভাত।
- ধান চাষের জন্য উপযোগী মাটি হলো- এঁটেল ও পলি দোআঁশ।
- বাংলাদেশে চাষকৃত ধানের জাত- ৩টি।
- সকল মৌসুমে চাষপযোগী ধানের জাত- বিআর ৩ (বিপ্লব)।
- এক শতক বীজতলায় ধানের বীজ বুনতে হয়- ৩ কেজি।
- ধানের টুংরো রোগের জন্য দায়ী- পাতা ফড়িং।
- ও-৪, ও-৯৮৯৭ (ফাল্গুনি তোষা), সিজি (চিন. সুরা গ্রিন) ইত্যাদি হলো- তোষা পাটের জাত।
- পাটের বীজ শোধন করা যায়- রিডোমিল বা ক্যাপটান ৭৫% দ্বারা।
- মধু উদ্ভিদ বলা হয়- সরিষাকে।
- বাত রোগের উপশমে কার্যকরী- রসুন।
- আমাদের দেশে শাকসবজি চাষ করা হয়- প্রায় ৬০ জাতের।
- উৎপাদন মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে শাকসবজিকে ভাগ করা যায়- ৩ ভাগে।
- যে সকল সবজি সারাবছর পাওয়া যায় তাদের বলা হয়- বারমাসি সবজি।
- পালংশাকের বীজ বপনের পূর্বে ভিজিয়ে রাখতে হয়- ২৪ ঘণ্টা।
- বাংলাদেশে পুঁইশাক চাষ করা হয়- ২ জাতের।
- ইসলামপুরী, শিংনাথ, উত্তরা, মুক্তকেশী ইত্যাদি হলো- বেগুনের জাত।
- মিষ্টিকুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আছে- ভিটামিন-এ।
- রেড পামকিন বিটল আক্রমণ করে- লাউগাছে।
- নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না- শিম চাষে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে-রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্লাডিওলাস।
- গোলাপকে বলা হয়- ফুলের রাণী।
- দুই রঙা গোলাপের জাত- আইক্যাচার।
- গোলাপ রোপণের উপযুক্ত সময়- আশ্বিন মাস।
- বেলি ফুলের বংশবিস্তার করা যায়- ৩টি পদ্ধতিতে।
- কলার চারা বা তেউড় দুই ধরনের- অসি তেউড় ও পানি তেউড়।
- কলার ছত্রাকজনিত রোগ হলো- পানামা, সিগাটোগা।
- বাংলাদেশে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়- কলা।
- আনারস গাছের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে বলে- মুকুট চারা।
- আনারসের গোড়া থেকে বের হওয়া চারাকে বলে- বোঁটা চারা।
- সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ যেমন: শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা, টেংরা ইত্যাদি হলো- ক্যাটফিশ।
- যে মাছের পার্শ্বীয় কাটা দুইটি বিষাক্ত হয় তা হলো- শিং।
- জিওল মাছ বলা হয়- শিং, মাগুরকে।
- শিং ও মাগুর মাছের প্রজননকাল হচ্ছে- মে-সেপ্টম্বর মাস।
- মাছের ক্ষতরোগ সৃষ্টিকরী ছত্রাক- এ্যাফানোমাইসিস ইনভাডেন্স।
- প্রচুর পরিমাণ মাইক্রোনিউট্রেন্ট থাকে- পাবদা ও গুলশা মাছে।

fb:@krisishikkha.com

- পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেমি এর মধ্যে থাকলে বন্ধ করে দিতে হয়- সার প্রয়োগ।
- আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ৬০ ভাগ প্রোটিনের যোগান দেয়- মাছ।
- মৎস্য সেক্টর থেকে জীবিকা নির্বাহ করে মোট জনগোষ্ঠীর-প্রায় ১২%।
- মৎস্য খাত থেকে দেশে রপ্তানি আয় আসে- ২.৪৬%।
- একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে বলা হয়- সমন্বিত চাষ।
- পুকুরের পাড়ে সবজি ও ফল চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের পাড়ের প্রশস্ততা রাখতে হবে- ৮ ফুট।
- পুকুর পাড়ে দীর্ঘমেয়াদী ফল হিসেবে চাষ করা যায়- লেবু, পেয়ারা, নারিকেল।
- পুকুর পাড়ে ফসল চাষে পিটের ব্যাস হবে- ৬০-১০০ সেমি।
- পুকুর পাড়ে চারা রোপণের পর চারার চারি দিকে সার প্রয়োগ করতে হবে- রিং পদ্ধতিতে।
- ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ করলে ফলন বাড়বে- শতকরা ১৫ ভাগ।
- ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের জমিতে পানি থাকতে হবে কমপক্ষে ৪-৬ মাস।
- সমন্বিত পদ্ধতিতে ধান ও চিংড়ি চাষে ধানের উপযুক্ত জাত- বিপ্লব, মুক্তা, গাজী, মালা।
- সমন্বিত চাষে চিংড়ি ও মাছের পোনা মজুদ করতে হয় ধান রোপণের- ১০-১৫ দিন পর।
- ধান ও মাছের সমন্বিত চাষে শতক প্রতি মাছের পোনা ছাড়তে হয়- ১৫-২০টি।
- পশুর আবাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- স্থান নির্বাচন।
- ১ সারি বিশিষ্ট গোয়ালঘর তৈরি করতে হবে যখন পশুর সংখ্যা- ১০ এর কম।
- গর্ভকালীন সময়ে গাভিকে বেশি সরবরাহ করতে হয়- দানাদার খাদ্য।
- আমাদের দেশে উন্নত জাতের গাভি দেখা যায়- ৫ ধরনের।
- একটি ছোট বাছুরের জন্য জায়গার প্রয়োজন- ১২ বর্গফুট।
- শৈশবে বাছুরকে দুধ পান করাতে হয়- ৩৭.৫° সে. তাপমাত্রার।
- ভেড়া ১৫ মাসে বাচ্চা দেয়- ২ বার।
- একটি বয়স্ক ভেড়ার দৈনিক সবুজ ঘাসের দরকার- ২-২.৫ কেজি।
- হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে- উন্মুক্ত পদ্ধতি।
- অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রয়োজন- ০.৯৩ বর্গমিটার।
- মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি- কৃষি।
- আমাদের দেশে ফলের রাজা বলা হয়- আমকে।
- নারিকেলের কচি ফলকে বলে- ডাব।
- আম উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান হলো- অষ্টম।
- গরিবের কাঠ বলা হয়- বাঁশকে।
- উন্নতমানের কাগজ এবং উপজাত হিসেবে রেয়ন প্রস্তুত হয়- মূলি বাঁশ হতে।
- আর্টেজীয় কূপ তৈরি করা হয়- বাঁশ দিয়ে।
- কাশি, শোথ রোগ, প্রস্রাবজনিত রোগ, ফোঁড়া পাকা ইত্যাদি রোগে ব্যবহার করা হয়- সোনালি বাঁশ।
- ঘুন পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়- বরিক এসিড ও পানির দ্রবণ।
- গোল্লাবেত, উদমবেত, কদমবেত ব্যবহৃত হয়- হালকা নির্মাণ শিল্পে।
- পাতা সরল বৃক্ষের মতো এবং একান্তর- থানকুনি উদ্ভিদের।
- কাশি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়- বাসক ও তুলসী।

fb.@krisishikkha.com

- অজীর্ণ ও লিভারের দোষ প্রতিকারে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়-কালোমেঘ।
- সর্পগন্ধার মূলের বা ফলের রস ব্যবহৃত হয়- উচ্চরক্তচাপ ও পাগলের চিকিৎসায়।
- অর্জুন ছালের রস সেবনে উপশম হয়- উদরাময় ও অর্শ রোগ। হরিতকী, বহেড়া, আমলকীকে বলা হয়- ত্রিফলা।
- রক্তশূন্যতা, অর্শ্বরোগ, হাঁপানি, হৃদরোগ, গেটেবাত ইত্যাদি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়- হরিতকী।
- আমলকী ও অর্জুনের পাতার রস, হরিতকীর কাঁচা ফল ব্যবহৃত হয়-আমাশয় প্রতিরোধে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসূ ঔষধ হলো- ঘৃতকুমারী।
- তেলাকুচা উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার নির্যাস ব্যাপক ব্যবহৃত হয়- ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায়।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১. বাংলাদেশে দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে কোন ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি? ।
উত্তর: দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে ধান ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-২, কোন ধরনের জমিতে ধান ফসল ভালো হয়?
উত্তর: উঁচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনের জমিতেই ধানের ফলন ভালো হয়।

প্রশ্ন-৩, কটকতারা কী?
উত্তর: কটকতারা হলো ধানের একটি স্থানীয় উন্নত জাত।

প্রশ্ন-৪. উফশী ধান কী?
উত্তর: উচ্চফলনশীল ধানকে উফশী ধান বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. উফশী অর্থ কী?
উত্তর: উফশী অর্থ হলো উচ্চ ফলনশীল জাত।

প্রশ্ন-৬. উফশী জাত কী?
উত্তর: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিয়ত যে নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করছে তা উফশী জাত নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৭. আধুনিক ধান কাকে বলে?
উত্তর: উফশী ধানে বিশেষ গুণাগুণ যেমন- রোগবালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, খরা ও লবণাক্ত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সংযোজিত হলে তাকে আধুনিক ধান বলে।

প্রশ্ন-৮. BRRI এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: BRRI এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rice Research Institute (বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিউট)।

প্রশ্ন-৯. কোন মৌসুমে ধানের ফলন বেশি হয়?
উত্তর: বোরো মৌসুমে ধানের ফলন বেশি হয়।

প্রশ্ন-১০. তিন মৌসুমেই চাষ করা যায় এমন একটি ধানের জাতের নাম লেখো। সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৬।
উত্তর: তিন মৌসুমেই চাষ করা যায় এমন একটি ধানের জাত হলো বি আর ৩ (বিপ্লব)।

প্রশ্ন-১১. বীজ শোধন কাকে বলে?
উত্তর: কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে ফসলের বীজকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজ শোধন বলে।

প্রশ্ন-১২. বীজ শোধনের জন্য কত মিনিট গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়?
উত্তর: বীজ শোধনের জন্য ১৫ মিনিট গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

প্রশ্ন-১৩, ধানের চারা তৈরির জন্য কয় ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়?
উত্তর: ধানের চারা তৈরির জন্য চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-১৪. বীজতলা কাকে বলে?
উত্তর: বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে জমিতে যে বেড তৈরি করা হয় তাকে বীজতলা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. বন্যাকবলিত এলাকায় কেমন বীজতলা তৈরি করতে হয়?

fb.@krisishikkha.com

উত্তর: বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করতে হয়।

প্রশ্ন-১৬. দাপোগ বীজতলা কী?
উত্তর: প্রতিকূল পরিবেশে একটানা বৃষ্টিপাত হলে বীজতলায় চারা তৈরি সম্ভব না হলে উঠোন বা বারান্দা বা কোনো চালার নিচে ইট, বাঁশ, তস্তা, পাইপ বা কলাগাছ চারপাশে দিয়ে তার উপর পলিথিন, ত্রিপল বা কলাপাতা বিছিয়ে চারা উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করা হয় সেটাই দাপোগ বীজতলা।

প্রশ্ন-১৭. ধানের জমি সমান হলে কী ধরনের সেচ দিতে হয়?
উত্তর: ধানের জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন সেচ দিতে হয়।

প্রশ্ন-১৮. টুংরো রোগের কারণ কী?
উত্তর: ভাইরাসের আক্রমণের ফলে টুংরো রোগ হয়।

প্রশ্ন-১৯. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)।

প্রশ্ন-২০. পাটের ১টি মেস্তা জাতের নাম লেখো।
উত্তর: পাটের ১টি মেস্তা জাতের নাম এইস সি-২৪ (টানী মেস্তা)।

প্রশ্ন-২১. BJRI 'কয়টি দেশি পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে?
উত্তর: BJRI ১৭টি দেশি পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে।

প্রশ্ন-২২. দেশি পাটের জাতের নাম উল্লেখ করো।
উত্তর: দেশি পাটের জাত হলো- সিভিএল-১, সিভিই-৩, সি সি-৪৫, ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৩. কী প্রয়োগে পাটের আঁশের রং ভালো হয়?
উত্তর: ইউরিয়া প্রয়োগে পাটের আঁশের রং ভালো হয়।

প্রশ্ন-২৪. দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় কী লক্ষ রাখতে হবে?
উত্তর: দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে গাছের কচি পাতা ও ডগায় যেন প্রয়োগকৃত সার না লাগে।

প্রশ্ন-২৫. বিছাপোকা কোন ফসলে আক্রমণ করে?
উত্তর: বিছাপোকা পাট ফসলে আক্রমণ করে।

প্রশ্ন-২৬. ঘোড়া পোকা কোন ফসলকে ক্ষতি করে? ১০৬।
উত্তর: ঘোড়া পোকা পাট ফসলকে ক্ষতি করে।

প্রশ্ন-২৭. কোন রোগ কেবল দেশি জাতের পাটে দেখা যায়?
উত্তর: শুকনো ক্ষত রোগ কেবল দেশি জাতের পাটে দেখা যায়।

প্রশ্ন-২৮, কী দেখে বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে?
উত্তর: গাছে ফুল আসলে বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে।

প্রশ্ন-২৯. দেশি পাট কোন মাসে কাটতে হয়?
উত্তর: দেশি পাট আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাটতে হয়।

প্রশ্ন-৩০, পাটের জাগ কী? সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৮।
উত্তর: পাটের ১০-১৫টি আঁটি একদিকে গোড়া করে রাখার পর উল্টাদিকে আরও কয়েকটি আঁটির গোড়া রেখে পানির উপর সাজানোই হচ্ছে পাটের জাগ।

প্রশ্ন-৩১. সরিষা কোন ধরনের ফসল?
উত্তর: সরিষা তেল জাতীয় ফসল।

প্রশ্ন-৩২, সরিষার প্রথম সেচ কখন দিতে হয়?
উত্তর: সরিষায় প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর দিতে হয়।

প্রশ্ন-৩৩, চারা গজানোর কত দিনের মধ্যে সরিষার গাছ পাতলাকরণ করতে হয়?
উত্তর: চারা গজানোর ১০-১৫ দিনের মধ্যে সরিষার গাছ পাতলাকরণ করতে হয়।

প্রশ্ন-৩৪, সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা কোনটি? ।
উত্তর: সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা।

প্রশ্ন-৩৫, সরিষা ফসল কখন সংগ্রহ করা উত্তম?
উত্তর: সকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় সরিষা ফসল সংগ্রহ করা উত্তম।

প্রশ্ন-৩৬. কোন ফসলকে মধু উদ্ভিদ বলে?
উত্তর: সরিষা ফসলকে মধু উদ্ভিদ বলে।

প্রশ্ন-৩৭. দেশের কোন জেলায় মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে?
উত্তর : চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়।

fb.@krisishikkha.com

প্রশ্ন-৩৮. বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত ডালের শতকরা কত ভাগ মাসকলাই।
উত্তর: বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত ডালের শতকরা ৯-১১ ভাগ মাসকলাই।

প্রশ্ন-৩৯. রোগ প্রতিরোধী একটি মাসকলাইয়ের নাম লেখো।
উত্তর: পান্থ মাসকলাইয়ের একটি রোগ প্রতিরোধী জাত।

প্রশ্ন-৪০ কোন ছত্রার দ্বারা মাসকলাইয়ের পাতায় দাগ রোগ হয়?
উত্তর: হলদে মোজাইক ভাইরাসের বাহক সাদা মাছি।

প্রশ্ন-৪২, শাকসবজি কাকে বলে?
উত্তর: বিরুৎ জাতীয় গাছপালার নরম ও রসালো অংশকে শাকসবজি বলে।

প্রশ্ন-৪৩, শাকসবজিতে কোন ধরনের খাদ্যমান থাকে?
উত্তর: শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি এবং আমিষ, ক্যালরি ও খনিজ লবণ থাকে।

প্রশ্ন-৪৪. পালংশাকের একটি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: পালংশাকের একটি জাতের নাম হলো সবুজ বাংলা।

প্রশ্ন-৪৫. সবুজ বাংলা কী? /বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
উত্তর: সবুজ বাংলা হলো পালংশাকের একটি জাতের নাম।

প্রশ্ন-৪৬. পুষা জয়ন্তী কীসের জাত?
উত্তর: পুষা জয়ন্তী হলো পালংশাকের একটি জাত।

প্রশ্ন-৪৭. মৌসুমের উপর ভিত্তি করে শাকসবজিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর: মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে শাকসবজিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন-৪৮. বাংলাদেশের পুঁইশাকের কতটি জাতের চাষ হয়?
উত্তর: বাংলাদেশের পুঁইশাকের ২টি জাতের চাষ হয়।

প্রশ্ন-৪৯. Black Beauty কীসের জাত?
উত্তর: ব্ল্যাক বিউটি হলো বেগুনের একটি বিদেশি জাত।

প্রশ্ন-৫০. বেগুনের ১টি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: বেগুনের একটি জাতের নাম হলো- Black Beauty.

প্রশ্ন-৫১. সাদা বর্ণের বেগুনের জাতের নাম কী?
উত্তর: সাদা বর্ণের বেগুনের জাতের নাম হলো ডিম বেগুন।

প্রশ্ন-৫২. চারা রোপণের কত দিনের মধ্যে বেগুন গাছে ফুল আসে?
উত্তর: চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে বেগুন গাছে ফুল আসে।

প্রশ্ন-৫৩. কোন জাতের কুমড়ার জন্য মাচা তৈরি করতে হয় না?
উত্তর: বৈশাখী কুমড়ার জন্য মাচা তৈরি করতে হয় না।

প্রশ্ন-৫৪. মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে কোন ভিটামিন থাকে?
উত্তর: মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে।

প্রশ্ন-৫৫. কোন জাতের লাউ গোলাকার হয়?
উত্তর: হাইব্রিড জাতের লাউ গোলাকার হয়।

প্রশ্ন-৫৬, শিম চাষের জন্য কোন মাটি উত্তম?
উত্তর: শিম চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম।

প্রশ্ন-৫৭. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে কোন ফুল চাষ করা হয়?
উত্তর: বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রজনীগন্ধা, গোলাপ ও গ্লাডিওলাস চাষ করা হয়।

প্রশ্ন-৫৮. ফুলের রাণী বলা হয় কাকে?
উত্তর: গোলাপকে ফুলের রাণী বলা হয়।

প্রশ্ন-৫৯, গোলাপের কোন জাতটি দুই রংয়ের ফুল দেয়?

উত্তর: গোলাপের আইক্যাচার জাতটি দুই রঙা ফুল দেয়।

প্রশ্ন-৬০, গোলাপের বংশবিস্তার পদ্ধতি লেখো।
উত্তর: গোলাপের বংশবিস্তার পদ্ধতি হচ্ছে- শাখা কলম, দাবা কলম, গুটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি।

প্রশ্ন-৬১, কোন ধরনের মাটি গোলাপ চাষের জন্য উত্তম?
উত্তর: দোআঁশ মাটি গোলাপ চাষের জন্য উত্তম।

প্রশ্ন-৬২. কেয়ারী কী?

fb.@krisishikkha.com

উত্তর: গোলাপ চারা লাগানোর জন্য তৈরিকৃত বেডই হলো কেয়ারী।

প্রশ্ন-৬৩. গোলাপ চাষে কেয়ারি বা বেডের আকার কত?
উত্তর: গোলাপ চাষে কেয়ারি বা বেডের আকার ৩ মিটার × ১ মিটার ৫ সেমি।

প্রশ্ন-৬৪, রেড স্কেল কী?
উত্তর: রেড স্কেল হলো গোলাপ গাছের পোকা যা দেখতে অনেকটা মরা চামড়ার মতো।

প্রশ্ন-৬৫. প্রুনিং কী?
উত্তর: গাছ পরিপূর্ণ হওয়ার পর গাছকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক রাখা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গাছের কোন অংশ যেমন- কান্ড, শাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদি কেটে অপসারণ করা হলো প্রুনিং।

প্রশ্ন-৬৬. কলার কয়েকটি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: অমৃতসাগর, সবরি, চাপা, এঁটে কলা, কাঁচকলা, বারি কলা-১ প্রভৃতি হলো কলার জাত।

প্রশ্ন-৬৭. কাঁচকলার একটি জাতের নাম লেখো।
উত্তর: কাঁচকলার একটি জাত হলো বারিকলা-২।.

'প্রশ্ন-৬৮. বাংলাদেশে কয় জাতের বেলি ফুল দেখা যায়?
উত্তর: বাংলাদেশে তিন জাতের বেলি ফুল দেখা যায়।

প্রশ্ন-৬৯. কেকড়ি কী?
উত্তর: বোঁটার নিচে কিন্তু মাটির উপরে কান্ড থেকে যে চারা বের হয় তাই পার্শ্বচারা বা কেকড়ি।

প্রশ্ন-৭০. অসি তেউড় কী?
উত্তর: যে সমস্ত কলার চারার পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো থাকে সেটাই হচ্ছে অসি তেউড়।

প্রশ্ন-৭১. কলা চাষের কোন তেউড় সবেচেয়ে ভালো?
উত্তর: কলা চাষের জন্য অসি তেউড় সবচেয়ে উত্তম।

প্রশ্ন-৭২. তেউড় কাকে বলে?
উত্তর: কলার চারাকে তেউড় বলে।

প্রশ্ন-৭৩. কলা ফসলে সাধারণত কী কী রোগ দেখা যায়?
উত্তর: কলা ফসলে সাধারণত পানামা, সিথাটোগা, গুচ্ছ মাথা রোগ দেখা যায়।

প্রশ্ন-৭৪. মোচা আসার পর গাছ প্রতি কয়টি তেউড় রাখতে হবে?
উত্তর: মোচা আসার পর গাছ প্রতি ১টি তেউড় রাখতে হবে।

প্রশ্ন-৭৫. কলার পানামা রোগের জীবাণুর নাম কী?
উত্তর: কলার পানামা রোগের জীবাণুর নাম হলো Fusarium oxysporum f.n.p cubense.

প্রশ্ন-৭৬, হানিকুইন কোন ফসলের জাত?।
উত্তর: হানিকুইন হলো আনারসের একটি জাত।

প্রশ্ন-৭৭, সাকার কী?
উত্তর: সাকার হলো মাতৃগাছের গোড়া থেকে বের হওয়া নতুন চারাগাছ যা বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে মাতৃগাছ থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৭৮, বোঁটা চারা কাকে বলে?
উত্তর: আনরসের গোড়া থেকে বের হওয়া চারাকে বোঁটা চারা বলে।

প্রশ্ন-৭৯. মুকুট স্লিপ কী?
উত্তর: আনারসের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের হয় সেটি হচ্ছে স্কন্ত চারা বা মুকুট স্লিপ।

প্রশ্ন-৮০. জায়েন্ট কিউ জাতটি কত টন ফলন দেয়?
উত্তর: আনারসের জায়েন্ট কিউ জাতটি ৩০-৪০ টন ফলন দেয়।

প্রশ্ন-৮১. ক্যাটফিশ কী?
উত্তর: সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ যাদের শরীরে আঁশ নেই এবং
মুখে বিড়ালের ন্যায় লম্বা গোঁফ বা শুঁড় আছে তারাই হচ্ছে ক্যাটফিশ।

প্রশ্ন-৮২. মাছের জন্য পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
উত্তর: পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছের জন্য পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

fb@krisishikkha.com

প্রশ্ন-৮৩. মাগুর মাছ কোন বর্গের অন্তর্গত?
উত্তর: মাগুর মাছ সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্গত।

প্রশ্ন-৮৪. মাছের পেটফোলা কী জনিত রোগ?
উত্তর: মাছের পেট ফোলা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

প্রশ্ন-৮৫. পাবদা ও গুলশা মাছে কোন পুষ্টি উপাদান আছে?
উত্তর: পাবদা ও গুলশা মাছে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রেন্ট আছে।

প্রশ্ন-৮৬. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কতটুকু আমিষ প্রয়োজন?
উত্তর: একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৮৭. সমন্বিত চাষ কাকে বলে?
উত্তর: একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে সমন্বিত চাষ বলে।

প্রশ্ন-৮৮. সমন্বিত মাছ চাষ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য ফসলের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

প্রশ্ন-৮৯. হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ কী?
উত্তর: কোনো পুকুরে বা জলাশয়ে একই সময়ে অল্প খরচে বিজ্ঞানসম্মত মাছ ও হাঁস একত্রে চাষ করাকে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ বলে।

প্রশ্ন-৯০. ধান ক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে ধানের ফলন গড়ে শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি পায়?
উত্তর: ধান ক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে ধানের ফলন গড়ে শতকর ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-১১, ধান ক্ষেতে কোন ধরনের চিংড়ি চাষ করা যায়?
উত্তর: ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়।

প্রশ্ন-৯২. ধানক্ষেতে মাছের সমন্বিত চাষ করলে ফলন শতকরা কত বাড়ে?
উত্তর: ধানক্ষেতে মাছের সমন্বিত চাষ করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ে।

প্রশ্ন-৯৩, আসকার্প কী জাতীয় খাবার খায়?
উত্তর: গ্রাসকাপ ঘাস জাতীয় খাবার খায়।

প্রশ্ন-৯৪, ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের উপযোগী একটি ধানের জাতের নাম লেখো।
উত্তর: ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের উপযোগী একটি ধানের জাতের। নাম হলো বি আর ৩ (বিপ্লব)।

প্রশ্ন-৯৫. গোয়ালঘর কাকে বলে?
উত্তর: গবাদিপশুর থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাসস্থান বা গোয়ালঘর বলে।

প্রশ্ন-৯৬. গরুর আবাসন কেমন জায়গায় নির্মাণ করতে হবে?
উত্তর: গরুর আবাসন উঁচু ও বন্যামুক্ত জায়গায় নির্মাণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৯৭. গো-খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর: গবাদিপশু যে সকল উপাদান খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে শক্তি উৎপাদন করে তাকে গো-খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৯৮. গাভির সংক্রামক রোগ কী কী?
উত্তর: গাভির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ হলো-খুরা, জলাতঙ্ক, গোবসন্ত ইত্যাদি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ হলো-বাদলা, তড়কা, গলাফোলা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৯, বাছুর কাকে বলে?
উত্তর: জন্মের পর থেকে ১ বছর সময় পর্যন্ত গরু-মহিষের বাচ্চাকে বাছুর বলে।

প্রশ্ন-১০০. পশুর আবাসন কাকে বলে?
উত্তর: সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য। অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুকে আশ্রয় প্রদানকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলে।

প্রশ্ন-১০১. গাভি বাছুর প্রসবের কয়দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয়?
উত্তর: গাভি বাছুর প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয়।

প্রশ্ন-১০২, ভেড়ার মোটা পশম কী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ভেড়ার মোটা পশম কার্পেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১০৩, হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি কোনটি?

fb.@krisishikkha.com

উত্তর; হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো উন্মুক্ত পদ্ধতি।

প্রশ্ন-১০৪. বাংলাদেশের কোথায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে?
উত্তর: বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোরসহ অনেক জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-১০৫, ব্যাটারি পদ্ধতিতে কোথায় হাঁস পালন করা হয়?
উত্তর: ব্যাটারি পদ্ধতিতে হাঁস খাঁচায় পালন করা হয়।

প্রশ্ন-১০৬. নারিকেলের ছোবড়ার একটি ব্যবহার লেখো।
উত্তর: নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে খাটের জাজিম বানানো যায়।

প্রশ্ন-১০৭. বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট আমের শতকরা কত ভাগ রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত হয়?
উত্তর: বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট আমের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।

প্রশ্ন-১০৮. বাঁশ কোন ধরনের উদ্ভিদ?
উত্তর: বাঁশ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রশ্ন-১০৯. উন্নতমানের কাগজ তৈরিতে কোন বাঁশ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: উন্নত মানের কাগজ তৈরিতে মূলিবাঁশ ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১১০. বেতের কোন অংশ বেত শিল্পে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: বেতের কান্ড বেত শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১১১. চরকা কী?
উত্তর: যে মেশিনের সাহায্যে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ দিয়ে রশি তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় চরকা।

প্রশ্ন-১১২. ভেষজ বা ঔষধি উদ্ভিদ কাকে বলে?
উত্তর: রোগব্যাধি উপশমে ঔষধি হিসেবে যেসব উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয় তাকে ভেষজ উদ্ভিদ বলে।

প্রশ্ন-১১৩. পাগলের চিকিৎসায় কোন উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: পাগলের চিকিৎসায় সর্পগন্ধা উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১১৪. সাধারণ সর্দি কাশিতে কোন ভেষজ উদ্ভিদ উপকারী?
উত্তর: সাধারণ সর্দি কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী।

fb.@krisishikkha.com